

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ভ্যাট সংক্রান্ত প্রস্তাব

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১.	<p>মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর পঞ্চম অধ্যায়, ধারা ৪৬ :উপকরণ কর রেয়াত।- উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহন করিতে পারিবে না, যদি:-</p> <p>(ক) করযোগ্য সরবরাহ মূল্য ১,০০,০০০.০০ টাকা অতিক্রম করে; এবং (খ) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের আংশিক বা সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।</p>	<p>উপ-ধারা (২) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহন করিতে পারিবে না, বাক্যের পূর্বে একই মালিকানাধীন নিবন্ধিত সরবরাহকারী ও সরবরাহ গ্রহীতার মধ্যে উপকরণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্র এবং যে কোন করযোগ্য লেনদেনের সমন্বয় মূল্য ব্যতিত কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহন করিতে পারিবে না, সংযোজন করার প্রস্তাব করছি।</p> <p>যদি:- (ক) সরবরাহের বিপরীতে পণ্যের সমুদয় পরিমাণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে নগদ অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।</p> <p>(খ)শুধু ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াত নেওয়ার সুযোগ প্রদানের পরিবর্তে ৫%, ৭.৫%, ১০% অথবা যে কোন হারে ভ্যাট প্রদান করলে কর রেয়াতের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি। ১৫% ব্যতিত মূসক প্রদান করলে প্রযোজ্য হ্রাসকৃত করহার এবং ১৫% এর আনুপাতিক হারে কর রেয়াত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করছি।</p>	<p>একই মালিকানাধীন বিভিন্ন সহযোগী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থাকে এবং একে অন্যের উৎপাদিত পণ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে, যাহার মূল্য বকেয়া অথবা অগ্রীম পরিশোধের মাধ্যমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এছাড়াও নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য বা সেবার মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক করযোগ্য লেনদেন সংগঠিত হইতে পারে। যেমন- কোন পরিবেশকের নিকট করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করিলে এবং পরিবেশক পণ্যেরে বিনিময়ে মূসক চালান প্রদান করিয়া পরিবহন সেবা প্রদান করিলে, লেনদেন দুইটি নগদে বা ব্যাংকিং মাধ্যম ছাড়াই সমন্বয় করিতে পারিবে, এক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর অর্থে রেয়াত গ্রহন বাধাগ্রস্ত হইতে পারিবে না।</p> <p>পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে ভ্যাট আইনের মৌলিক নিয়ম। কিন্তু এভাবে কররেয়াতবিহীন ভ্যাট আরোপ করা হলে পণ্যের দাম বাড়বে ও মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে।</p>
২.	<p>মূল্যসংযোজন কর ২০১২ আইনরে ধারা ৩১-এর উপধারা-২ অনুযায়ী আমদানিকালে করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানি মূল্যের ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে।</p>	<p>রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদন বাড়াতে ও রপ্তানিবহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করতে শিল্পপণ্য উৎপাদনে সকল প্রকার কাঁচামাল ও মেশিনারিজ এর উপর অগ্রিম কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।</p>	<p>যে কোন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তার ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানি করার সময় অথবা কোন পণ্য উৎপাদন করার সময় কাঁচামাল আমাদানীকালে অগ্রিম কর পণ্যের উৎপাদন খরচ ও শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার খরচ শুরুর্তেই বাড়িয়ে দেয়। তাই মেশিনারিজ ও কাঁচামালের উপর অগ্রিম কর প্রত্যাহার যুক্তিসঙ্গত।</p>

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৩.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর কোথাও উপকরণ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই।	<p>মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর মধ্যে উপকরণ এর সংজ্ঞা অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন। নিম্নের সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব করছি; উপকরণ অর্থ,</p> <p>(অ) শ্রম,ভূমি, ইমারত, অফিস যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ব্যতিরেকে, সকল প্রকার কাঁচামাল, ল্যাবরেটরি রিএজেন্ট, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরি এক্সেসরিজ, যে কোন গ্যাস, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা এবং যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ;</p> <p>(আ) ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা প্রকারান্তরে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত [পণ্য বা সেবা।</p>	<p>মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০১৬ এর কোথাও উপকরণ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই। অথচ, উপকরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ না করে কোন কোম্পানি বা সেবা উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না তা উল্লেখ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ আদেশ নং- ২৩/মুসক/২০১৯,তারিখ: ২৬/১০/২০১৯ স্থি: জারী করেছেন।</p>
৪.	ধারা-২০ অনুযায়ী আমদানীকৃত সেবার ক্ষেত্রে গ্রহিতার নিকট হতে (Reverse charge) কর আদায়।	<p>ধারা-২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নের বিষয়গুলো স্পষ্টায়ন প্রয়োজনঃ</p> <p>(ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যহত হবে।</p> <p>(খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।</p>	<p>(ক) কোথায় ধারা-২০ অনুযায়ী Reverse charge প্রযোজ্য হবে, কোথায় এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করতে হবে, তা স্পষ্টিকরণ না করলে ধারা-২০ এর প্রয়োগ ব্যহত হবে। ধারা-২০ এর Reverse charge ক্ষেত্রে কোন ভ্যাট ডিপোজিট প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়।</p> <p>(খ) এসআরও-১৮৭ এর বিধি-৩(২) অনুযায়ী মূসক উৎসে কর্তন করা হলে, কিভাবে রেয়াত নেয়া হবে বা হ্রাসকারী সমন্বয় করা হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।</p>

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৫.	বিধি-৪০এর উপবিধি-১(অঅ) অনুযায়ী মূল কর চালানপত্র (মূসক-৬.৩) টি ক্রেতাকে দিতে বলা হয়েছে এবং এরূপ চালানপত্র ন্যূনতম ২ (দুই) প্রস্থে করতে হবে।	এক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (মূসক-৬.৬) এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।	ধারা-৫৩(৩) অনুযায়ী সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর সনদপত্র (মূসক-৬.৩) উৎসে কর্তনকারী কর্তৃক সত্যায়িত হওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে। এক্ষেত্রে, ক্রেতাকে ২ কপি চালান দিতে হবে; যার ১ কপি ক্রেতা স্বাক্ষর করে বিক্রেতাকে ফেরৎ দিবে। উক্ত কপি দিয়ে ধারা-৫০ অনুযায়ী বিক্রেতা হ্রাসকারী সমন্বয় প্রদান করবে। অন্যদিকে, ধারা-৪৯(৩) অনুযায়ী ক্রেতা অর্থাৎ উৎসে কর কর্তনকারী বৃদ্ধিকারী সমন্বয় দিবে।
৬.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩২ এর উপ-বিধি-৫ এবং বিধিমালা-২১ এ পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।	বর্তমান আইনে উপকরণ-উৎপাদ সহগ এবং পূর্ববর্তী আইনে মূল্য ঘোষণা যেহেতু একই ধরনের, সেহেতু, এতদবিষয়ে নিম্নে লিখিত প্রস্তাবনা পেশ করছি; (ক) উপকরণ-উৎপাদ সহগ এর পরিবর্তে মূল্য ঘোষণা বহাল করা; (খ) ফরম মূসক-৪.৩ থেকে সেবা শব্দটি উঠিয়ে দেয়া; (গ) “পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” পরিবর্তে “১৫ দিন পূর্বে” শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব করছি। (ঘ) সেবা প্রদানকারীকে উপকরণ-উৎপাদ সহগ দাখিলের বাধ্যবাধকতার বাইরে রাখা।	ধারা-৩২ এবং বিধি-২১ এর কোথাও সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিলের কথা বলা নাই। অথচ, ফরম মূসক-৪.৩ তে “পণ্য বা সেবা সরবরাহের পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” দাখিলের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে সব সেবা প্রদানকারীর পক্ষে একক উল্লেখসহ উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩) দাখিল সম্ভব না। সহগ দাখিলের সময়সীমা “পূর্ববর্তী ১৫ দিনের মধ্যে” দ্বারা সঠিক ভাবার্থ প্রকাশ পায় না। পূর্ববর্তী আইনে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সেবা সরবরাহকারী কে উপকরণ-উৎপাদ সহগ/মূল্য ঘোষণার আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।
৭.	বিধি-৪৭ অনুযায়ী মাসিক দাখিলপত্র ফরম মূসক-৯.১ তৈরী করা হয়েছে।	ফরম মূসক-৯.১ নিম্নোক্তভাবে সংশোধনের প্রস্তাব রাখছি। (ক) রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা(আমদানী)এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি; (খ) টার্নওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা (স্থানীয় ক্রয়) এর তথ্য প্রদানের কলাম সৃষ্টি।	মূসক-৯.১ এর অংশ-৪ এ রেয়াতযোগ্য নয় এরূপ পণ্য বা সেবা(আমদানী) এর তথ্য লিপিবদ্ধের কলাম নাই। পণ্য বা সেবা(স্থানীয় ক্রয়) এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র টার্নওভার প্রতিষ্ঠান/অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত পণ্যের তথ্য দেওয়ার কলাম থাকলেও টার্নওভার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়কৃত অনেক পণ্য রেয়াতযোগ্য নয় যার তথ্য দেওয়ার কলাম ফরম মূসক-৯.১ এ নেই।

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
৮.	ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে নবিক্তনকারীর মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি প্রয়োজন হয় যা নিবন্ধের জন্য কেবল একবারই ব্যবহার করা যায়।	একই মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি দিয়ে একাধিক প্রতিষ্ঠানের যাতে মূসক নিবন্ধন করা যায় সে জন্য এনবিআর সফটওয়্যারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা আবশ্যিক।	একজন ব্যক্তির একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ভ্যাট নিবন্ধন নিতে হলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা মোবাইল নাম্বার ও ই-মেইল আইডি প্রয়োজন হয়; যা যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবভিত্তিক নয়। বরং সনাক্তকরণের সুবিধার্থে এই সংশোধন প্রয়োজন।
৯.	ধারা-৫১ অনুযায়ী কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় মূসক-৬.৩ এর মাধ্যমে কর চালানপত্র ইস্যু করতে হয়।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নের প্রস্তাবনা রাখছিঃ (১) কম্পিউটারে মূসক-৬.৩ তৈরী করতে হলে তা একমাত্র এনবিআর অনুমোদিত সফটওয়্যার দ্বারা তৈরী করতে হবে; (২) প্রতিটি মূসক-৬.৩ তে কিউ আর কোড থাকবে, কিউআর কোড রিড করলে তাতে নিম্নের বিষয়গুলো দেখা যাবেঃ (ক) এনবিআর অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের নাম; (খ) ইস্যুকারী প্রাতিষ্ঠানের নাম; (গ) এনবিআর প্রদত্ত এ উদ্দেশ্যে বিশেষ লগো; (ঘ) ইস্যুকৃত মূসক-৬.৩ এর সংখ্যানুক্রমিক নম্বর দেখা যাবে। (ঙ) মূসক-৬.৩ এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট রঙের কাগজ নির্ধারণ করা থাকবে।	মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা আইন ও বিধির কোথাও নেই। এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানগুলো তার ইচ্ছামতো কমপিউটারে টাইপ করে মূসক-৬.৩ ইস্যু করবে; ফলে মূসক-৬.৩ ব্যবস্থাপনায় অপব্যবহার হতে পারে এবং সঠিক মূসক-৬.৩ যাচাই করা সম্ভব হবে না।
১০.	ধারা-১২২ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের না করলে আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীলের সময়সীমা বৃদ্ধির কোন সুযোগ নাই।	আপীলাত ট্রাইবুনালে ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে ব্যর্থ হলে মাননীয় আপীলাত ট্রাইবুনাল কর্তৃক আপীল দায়েরের সময়সীমা আরো ৬০ দিন বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করে ধারা-১২২ সংশোধনের প্রস্তাব করছি।	ধারা-১২১ মোতাবেক কমিশনার (আপীল) এর নিকট ৯০ দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করতে না পারলে, কমিশনার (আপীল) মহোদয় আপীল দায়েরের জন্য আরো ৬০ দিন সময় বৃদ্ধি করতে পারে। বাস্তবে নানাবিধ সমস্যার কারণে যথাসময়ে আপিল করতে সক্ষম হন না তাই এই যৌক্তিক সময় বৃদ্ধি আপিল পক্রিয়া সহজ ও অধিক গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।
১১.	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট ৫% এবং আমদানী কালে ৫% অগ্রিম কর আদায় করা হয়। ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হারের সুনির্দিষ্ট	ব্যবসায়ী পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক হার এবং যোগানদার এর ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য মূসক হার, উভয় খাতে হারের মিল রেখে ৫% অথবা ৭.৫% করার প্রস্তাব করছি।	মূল্য সংযোজন কর আইন, ২০১২ এর ধারা-৩১ এ অগ্রিম কর আদায় ও সমন্বয়ের বিধান আছে। উক্ত ধারা মোতাবেক ব্যবসায়ীরা মাসিক দাখিলপত্রের মাধ্যমে উক্ত

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
	নির্দেশনা আইন ও বিধির কোথাও উল্লেখ নাই।		<p>অগ্রিম কর সমন্বয় করে থাকে। ফলে, বাণিজ্যিক আমদানীকারকের নিকট থেকে সরকার কোন ভ্যাট পাচ্ছে না। যেমন,(ক) আমদানীকালে প্রদত্ত কর মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে;</p> <p>(খ) ব্যবসায়ীর ভ্যাট হার ৫% হওয়ায়, পণ্য সরবরাহকালে মুসক-৬.৩ ইস্যু করে যে ভ্যাট সরকারী ট্রেজারীতে জমা করে তা আবার উৎসে কর্তনের সনদপত্র দ্বারা মাসিক দাখিলপত্রে সমন্বয় করে।</p> <p>ব্যবসায়ী ও যোগানদারের করের মধ্যে ভারতম্য হওয়ায় একটি লেনদেন যোগানদার না ব্যবসায়ী হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং উৎসে কর্তনযোগ্য হবে কিনা এ সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।</p>
১২.	<p>“কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম” অর্থের বিনিময়ে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি পরামর্শক বা সংস্থা সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প বাস্তবায়ন বাস্তবায়নের পরামর্শ প্রদান করেন অথবা উহা বাস্তবায়নের তদারকি করেন। এই ধরনের ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে ১৫% (ধারা ১৫ অনুযায়ী) উৎসে ভ্যাট কর্তন করা বাধ্যতামূলক। তাই তাদের কাজের মোট টাকার উপর ২৫% হারে উৎসে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করে কোম্পানীকে টাকা প্রদান করে উৎসে কর্তনকৃত ট্যাক্স ও ভ্যাটের চালান কোম্পানীকে প্রদান করে।</p> <p>উল্লেখ্য ট্যাক্স অফিস কর্তৃক Assessment করার সময় ধার্যকৃত ট্যাক্স হতে উৎসে কর্তনকৃত ট্যাক্স বাদ দিয়ে কোম্পানীর উপর ট্যাক্স ধার্য করে। কিন্তু ভ্যাট অফিস কর্তৃক Assessment করার সময় ধার্যকৃত ভ্যাট থেকে উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাট বাদ দিয়ে Assessment করা হয় না।</p>	<p>উৎসে কর কর্তনের চালানের কপি কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম বৎসর শেষে কোম্পানীর আর্থিক বিবরণীর সাথে ট্যাক্স এবং ভ্যাট জমা প্রদান করার সময় উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাট বাদ দিয়ে Assessment করার প্রস্তাব করছি।</p>	<p>নতুবা একই সেবার উপর দুইবার ভ্যাট আরোপ করা হবে যা কখনো যৌক্তিক হতে পারে না। উৎসে কর্তন কৃত ট্যাক্স-এর মত উৎসে কর্তন কৃত ভ্যাটকে Assessment করার সময় গ্রহণ করলে কনসালটেন্সী ফার্ম বা সুপারভাইজরী ফার্ম আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে।</p>

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৩.	মূল্যসংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ধারা ৬৮: ঋণাত্মক নীট অর্থ জের টানা ও ফেরত প্রদান: উপধারা (১) (খ)তে বলা হয়েছে- অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ জের টানিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ছয়টি কর মেয়াদে উক্ত অর্থ বিয়োজন করা যাইবে, তৎপরবর্তীতে অবশিষ্ট অর্থ এই ধারা অনুসারে ফেরৎ প্রদান করিতে হইবে। তাছাড়া ধারা ৬৯ অনুযায়ী ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানা ব্যতিরেকে ফেরৎ প্রদান: উপধারা-(২) (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, আবেদনের তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কমিশনার উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করিবেন।	ধারা- ৬৮, ৬৯, ৭০ এবং বিধি ৫২, ৫৩, ৫৪ এবং সাধারণ আদেশ নং- ০৪/মুসক/২০২০, তারিখ ০১ মার্চ ২০২০ কে আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন। ফরম মুসক-৯.১ এর সমাপনী জের যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে নিবন্ধিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মাসের ফরম মুসক-৯.১ এর Refund-‘v’ (টিক) চিহ্ন প্রদানের মাধ্যমে ফেরত প্রাপ্তির আবেদনের সুযোগ দেয়া উচিত। ৬ (ছয়) মাস জের টানা, টাকা ৫০,০০০/- এর সীমা, কমিশনার/বোর্ড এর অনুমোদন, অনুমোদনের ৬ মাস পর পুনরায় ফরম-৯.১- এ আবেদন ইত্যাদি ফেরত প্রাপ্তির বিধানকে জটিল করেছে এবং এসব শর্ত/পদ্ধতি/সীমা বিলোপ করা প্রয়োজন। ফেরত প্রদানের সময়সীমা ৩ মাস হতে ২ মাস করা উচিত।	ঋণাত্মক নীট পরিমাণ অর্থ জের টানতে হবে ৬(ছয়) মাস ধরে আবার কমিশনার ফেরৎ দেওয়ার জন্য ৩(তিন) মাস সময় নিবেন। মোট ৯(নয়) মাস সময় নেওয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা ক্ষতি সম্মুখীন হবে। তাই দুই কর মেয়াদের মধ্যে ঋণাত্মক অর্থ ফেরত করা আবশ্যিক।
১৪.	ভ্যাটের আওতা বর্হিভূত ব্যবসায়ীদের টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৩ কোটি টাকা এবং টার্ন-ওভার কর ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে।	বার্ষিক টার্নওভারের উর্ধ্বসীমা ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি এবং পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে বা মুনাফা অনুপাতে ৪% ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব করছি।	বর্তমান সময়ে বর্তমান ৩ কোটি টাকার উর্ধ্বসীমা খুবই অপ্রতুল এবং বিক্রয় মূল্যের উপর ৪% কর হার অত্যাধিক এবং অসম। পণ্যের ভ্যালু এডিশন অনুপাতে যদি ভ্যাট আরোপ না করা হয় বা ব্যবসায়ীদের মুনাফার উপর যদি ৪% ভ্যাট আরোপ করা হয় তখন টার্নওভার কর আদায়ের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু এভাবে মোট বেচাকেনা ৩ কোটি টাকা হলেই যে তার মোট বিক্রয়ের ৪% মুনাফা হবে তা নিশ্চিত নয়। তাই ক্ষুদ্র উদ্যোগ বা এসএমই ব্যবসায়ীদের ৪ কোটি টাকার টার্নওভার হলে তখন নিট মুনাফার ৪% ভ্যাট প্রদান করা যৌক্তিক হবে।
১৫.	মূল্যসংযোজন কর আইনের ধারা ৪৬ মোতাবেক রেয়াত নেওয়ার জন্য কর চালান পত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ওয়াসার বিল গুলো কে আইন বা বিধিতে কোথাও চালান পত্র বলে বিবেচনা করা হয়নি। যা পূর্বের আইনে স্পষ্ট করা ছিল।	বিষয়টি আইন অথবা বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যিক।	মাঠ পর্যায়ে হয়রাণির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করতে এ ধরনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্টতা প্রয়োজন।
১৬.	নতুন ভ্যাট আইন ২০১২ মোতাবেক জুন, ২০১৯ ইংএ চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয় করার জন্য কমিশনার মহোদয় থেকে অনুমোদন গ্রহন করা বা ১৮.৬ প্রত্যয়ন পত্র অনুমোদন নেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। তবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের শর্ত হচ্ছে, উক্ত	চলতি হিসাবের সমাপনী জের নতুন মুসক আইনের অধীন ব্যবস্থিত এবং সমন্বয় করার জন্য ফরম মুসক-১৮.৬-এ আবেদন করার ১ মাসের মধ্যে কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের বিধান আছে। আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনির্দিষ্ট থাকলে আবেদনকারী	এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখা ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা , ২০১৬ এর বিধি-১১৮ এর উপবিধি ২ এর সংশোধন পূর্বক অবশিষ্ট সমাপনী জের ২

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
	<p>প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন মামলা থাকতে পারবেনা এবং প্রতি কর মেয়াদে মাত্র ১০% হারে সমন্বয়যোগ্য হবে।</p> <p>(খ) তাছাড়া, মামলার আপিলের সময় আমরা ১০ শতাংশ হারে নগদ টাকা জমা করেছি এবং ন্যায় বিচার সাপেক্ষে সরকারের পাওনা হলে তাহা পরিশোধযোগ্য।</p>	<p>সমন্বয়ের প্রত্যয়নপত্র পাবে না। এটা খুবই অযৌক্তিক বিধান। যেহেতু, মূসক আইন, ১৯৯১ চলমান থাকলে এরূপ আপীল/মামলা/রীট চলমান থাকা অবস্থায় বা মূসক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আপীল/মামলা/রীট সংক্রান্ত কোন মূসক বিয়োজন না করে থাকলে চলতি হিসাবের জের থেকে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন আইনানুগ বাধা থাকত না; তাহলে নতুন আইন প্রবর্তনের জন্য নিবন্ধিত ব্যক্তিকে আপীল/মামলা/রীট আবেদন অনিষ্পন্ন থাকার কারণে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করার বিধান সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তবে, কোন স্বীকৃত মূসক/সুদ/জরিমানা পাওনা থাকলে তা সমন্বয় করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা যেতে পারে। সমন্বয়ের জন্য কোন সীমা থাকা উচিত নয়, যা পূর্ববর্তী আইনে প্রদত্ত অধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবে সেক্ষেত্রে ১০% কে অন্তত ২৫% করা যেতে পারে। প্রত্যয়নপত্রের জন্য ১ মাসের সময়সীমা মানা হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে, ১ মাসের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র প্রদান না করলে চলতি হিসাবের সমাপনী জের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কমিশনারের সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হবে- এরূপ বিধান করা যেতে পারে।</p>	<p>মাসরে মধ্যে সমন্বয় করার সুযোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সচল ও সরকারের রাজস্ব আদায় অব্যাহত রাখার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।</p>
১৭.	<p>নতুন আইনের চতুর্দশ অধ্যায়, ধারা ১০০: পণ্য জব্দকরণ, উহার বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিলিবন্টন। উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে যদি কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে এবং বিনা নোটিশে জব্দ করা হইয়া থাকে, তবে কমিশনার, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির উপর জব্দের নোটিশ জারি করিবেন, যথা:—</p> <p>(ক) জব্দকৃত পণ্যের মালিক;</p> <p>(খ) জব্দ করিবার অব্যবহিত পূর্বে পণ্য হেফাজতকারী বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি; বা</p> <p>(গ) জব্দকৃত পণ্য দাবি করেন এমন কোন ব্যক্তি:</p> <p>তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি পণ্য দাবি না করেন, তাহা হইলে কোন নোটিশ জারির প্রয়োজন হইবে না।</p>	<p>উপধারা (১) বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিক ভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না।</p>	<p>বকেয়া কর আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন পণ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিনা নোটিশে জব্দ করা যাবে না। এতে করে আইনের প্রয়োগের তুলনায় অপপ্রয়োগ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কর প্রদানের আগ্রহ হ্রাস পাবে।</p>

২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	বিরাজমান নীতি, আইন ও বিধিতে বর্ণিত অবস্থা	প্রস্তাব (সংশোধনীর সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ)	যুক্তি
১৮.	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯-মুসক অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থান ও স্থাপনা ভাড়া যদি কারখানার জন্য হয়, তাহলে মুসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে।	ইকোনোমিক জোনে স্থাপিত শিল্পের জন্য নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেজার (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মুসক অব্যাহতি দেওয়া উচিত।	এসআরও নং ১৭২ আইন/২০১৯/২৯ অনুসারে মুসক অব্যাহতি দেওয়ার পরেও (BEZA) লীজ রেন্ট এর উপর কেন মুসক আরোপ করে, তা যথাযথভাবে স্পষ্ট করা প্রয়োজন। মুসক অব্যাহতি প্রদান করা হলে সাধারণ উদ্যোক্তাদের হয়রানি ও ব্যবসা পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে।